বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিতে

নতুন টেক সুপারপাওয়ার হবে চীন

মইন উদ্দীন মাহমুদ

গত অলিম্পিকের পর থেকে বিশ্বের অনেক দেশের দৃষ্টি নিবদ্ধিত হয় চীনের ওপর। তখন থেকেই অনেকেই মনে করতে থাকেন চীন হবে বিশ্বের নতুন এক নম্বর সুপারপাওয়ার বা পরাশক্তি।

বস্তুত বিভিন্ন দেশের মানুষ মনে করেন, চীন ইতোমধ্যে বিশ্বে এক নম্বর সুপারপাওয়ার হওয়ার পথে। জাপানের ৬৭ শতাংশ জনগণ মনে করেন, সুপারপাওয়ার হিসেবে চীন আমেরিকাকে ছাড়িয়ে যাবে। এই তথ্য পাওয়া যায় পিউ রিসার্চ সেন্টার পরিচালিত সাম্প্রতিক জরিপে। ৫৩ শতাংশ চীনের জনগণ দেখতে পান তাদের ভবিষ্যৎ।

জার্মানি, ফ্রান্স, স্পেন, ব্রিটেন এবং অস্ট্রেলিয়ায় পরিচালিত বেশিরভাগ জরিপ অনুযায়ী মনে করা হয় ইতোমধ্যেই চীন হয়তো যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে গেছে কিংবা খুব শিগগির যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যাবে। এসব জরিপ পরিচালনা করে পিউ রিসার্চ সেন্টার। যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের ৫৪ শতাংশের সন্দেহ– নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও চীন আমেরিকাকে ছাড়িয়ে যাবে। চীন আগামীতে এক নম্বর টেক সুপারপাওয়ার হবে কী হবে না, এমন দাবিতে সন্দেহ পোষণ করেন অনেক বিশেষজ্ঞ। কেননা এক্ষেত্রে বেশ কিছু লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

এক বিবরণ অনুযায়ী দেখা যায়, গ্লোবাল অর্থনীতির প্রাথমিক চালক হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রকে হটিয়ে সে জায়গা দখল করে নিয়েছে চীন, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ছিল যুক্তরাষ্ট্রের দখলে। 'দি জর্জিয়া টেক' নামের গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষকেরা চীনের ব্যাপারে কিছু সন্দেহ পোষণ করে বলেন, রিসার্চ এবং ডেভেলপমেন্টের জন্য যে বিনিয়োগ হচ্ছে, তার সব টাকা অর্জন করতে হবে চীনকে। এর ফলে চীন খুব শিগগির বিশ্বে এক নম্বর টেকনোলজিক্যাল সুপারপাওয়ার হতে পারবে।

ব্রিটিশ টেকনোলজি জার্নালিস্ট এবং গার্ডিয়ান পত্রিকার সাবেক কমপিউটার বিভাগের এডিটর জাঙ্ক স্কেফিল্ড উলঘাটন করার চেষ্টা করেন, কেনো গত কয়েক বছর ধরে প্রযুক্তির ল্যান্ডস্কেপে চীনের কর্তৃত্ব বিরাজ করছে। একবিংশ শতাব্দীতে কি চীনের কর্তৃত্ব থাকবে প্রযুক্তি বিশ্বে? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব ছিল উনবিংশ শতাব্দীতে, আর বিংশ শতাব্দীর কর্তৃত্ব ছিল যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে। চীন কি হতে পারে ভবিষ্যতে কর্তৃত্বকারী সুপারপাওয়ার?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আমেরিকা ছিল অন্যতম প্রধান সুপারপাওয়ার। আর রাশিয়া ভেঙে যাওয়ার পর আমেরিকা হয়ে ওঠে এককভাবে সুপারপাওয়ার। আমেরিকার পর চীন ইতোমধ্যে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করে নিয়েছে। আমাদের ব্যবহার্য বেশিরভাগ মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ এবং অন্যান্য প্রযুক্তিপণ্য তৈরির ফ্যাক্টরিগুলো দ্রুতগতিতে বিপুল পরিমাণে পণ্য তৈরি করে আসছে চীন। তবে এসব প্রযুক্তিপণ্যের সবই যে চীনের নিজস্ব তৈরি পণ্য তা নয়, আপনি সম্ভবত খুব অল্পকিছু গ্যাজেটই পাবেন যেগুলো চীনের নিজস্ব।

চীন ইতোমধ্যে সীমা অতিক্রম করে গেছে, যা চীনাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত বহন করছে। যেমন ৪০ বিলিয়ন ডলার খরচে বেজিং অলিম্পিক, আবার ৪৫ বিলিয়ন ডলারের সাংহাই এক্সপো এবং মহাশূন্যে পাঠিয়েছে প্রথম নভোচারী। চীন এমনভাবে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করছে, যা বিশ্বের অন্যান্য দেশ কল্পনাও করতে পারেনি। যেমন– ২০১৬ সালের মধ্যে চীন তার দেশে ৫০টি নতুন বিমানবন্দর তৈরি করবে, যার মধ্যে অন্যতম একটি হলো বেইজিং ডেক্সিং। এর সাইজ হচ্ছে আনুমানিকভাবে বারমুডার সমান। অন্যান্য প্রজেক্টের মধ্যে রয়েছে ১২৮ তলার সাংহাই টাওয়ার, যা হলো বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভবন, বিশ্বের সবচেয়ে বড় উইন্ড ফার্ম, বিশ্বের দীর্ঘতম ক্রস-সি ব্রিজ হাংজু এবং বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগতির রেলওয়ে সাংহাই ও হাংজুকে যুক্ত করবে ঘণ্টায় ২৮০ মাইল গতির ট্রেন দিয়ে। চীন ইতোমধ্যে সম্পন্ন করেছে 'Three Gorges Dam' এবং তৈরি করেছে বিশ্বের বৃহত্তম পাওয়ার স্টেশন।

জনশক্তি

চীনে জনশক্তির ঘাটতি নেই। ২০১০ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী চীনের জনসংখ্যা ১৩৪ কোটি, যা যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার চেয়ে প্রায় ১০০ কোটি বেশি। ১৯৭৮ সালে চীন প্রবর্তন করে 'ওয়ান চাইল্ড' পলিসি, যার ফলে জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির হার অনেক কমে গেছে। তারপরও চীনে এখন বসবাস করে বিশ্ব জনসংখ্যার পাঁচ ভাগের এক ভাগ। চীনের লাখ লাখ তরুণ শ্রমিক বর্তমানে উইজেজ, ল্যাপটপ, অ্যাপল, আইফোন, আইপ্যাড, আইপড, ম্যাকবুক, নোকিয়া, অ্যান্ড্রয়িড ফোন, সনি, নিনটেনডো ও মাইক্রোসফট গেম কন্সোলসহ অন্যান্য গ্যাজেট ও কম্পোনেন্ট উৎপাদন কাজে ব্যাপকভাবে নিয়োজিত। তাই চীনের শহর এলাকার বাইরে বিশেষ করে শেনজেন এলাকার চারদিকে মাইলের পর মাইল দেখা যায় অসংখ্য ফ্যাক্টরি ও সংশ্লিষ্ট ডরমেটরি ব্লক। এগুলো সবই দেখতে ইন্টারচেঞ্জেবল। পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় শুধু পোশাকের মাধ্যমে।

ফ্যাক্টরিগুলো খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ▸

এমনকি 'Englands dark Satanic mills'-এর চেয়েও বেশি পরিষ্কার-পরিপাটি। তবে কাজের প্রক্রিয়া প্রায় একই রকম। গ্রামীণ কর্মজীবীদের অত্যন্ত দ্রুতগতিতে উন্নয়নশীল শহরে টেনে আনা হচ্ছে। যারা দীর্ঘ শ্রমঘণ্টার কাজে নিয়োগ দিচ্ছে প্রোডাকশন লাইনে। এসব শ্রমিকের বেতন পশ্চিমা বিশ্বের তুলনায় অনেক কম।

দ্রুত ক্রমোন্নতি

৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে চীনের জিডিপি বাড়ার হার বছরে আনুমানিক ১০ শতাংশের বেশি। এমনকি ২০০৯ সালে সারা বিশ্ব যখন অর্থনৈতিক মন্দার কবলে পড়ে, তখনও চীনের উন্নয়নের গতি খুব সামান্যই অবনতি ঘটে হয় ৯.২ শতাংশ। অথচ এই একই সময়ে আমেরিকার জিডিপির উন্নয়ন অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অর্ধেকের বেশি কমে যায় ২০০৯ সালে। এ সময় আমেরিকার জিডিপি ২.৭ শতাংশে সঙ্কুচিত হয়। আর ইউরোপের অবস্থা হয় আরো খারাপ। তখন ইউরোকে বাঁচাতে চীনের সহায়তা কামনা করা হয়।

চায়না ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশনের চেয়ারম্যান জিন লিকান আলজাজিরাকে জানান, এসময় আমাদেরকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, ইউরোপীয় দেশগুলোতে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে সেদিকে যদি আমরা লক্ষ করি তাহলে দেখতে পাব এ সমস্যাগুলো মূলত হয়েছে বিগত সমৃদ্ধ সমাজে। তার মতে, এখানে শ্রমিক আইন কঠোর পরিশ্রমের পরিবর্তে শ্রমিকদেরকে প্ররোচিত করে আলসেমি, শ্রমবিমুখতায়। শ্রমিকদের উদ্দেশে এই উৎসাহব্যঞ্জক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে দূর করা হয়েছে চীন থেকে।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টি তথা সিসিপি পুরনো রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা থেকে বের হয়ে এসে অতিপুঁজিবাদী অর্থনীতির সাথে কর্তৃত্বপরায়ণ রাজনীতিকে সমন্বিত করে এখন চেষ্টা করা হচ্ছে চীনের জনগণের জীবনমান উন্নয়নের এবং সেই সাথে যুক্ত করেছে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম বেতন কাঠামো।

বস্তুত ২০১১-১৫ সালের জন্য চীনের ১২তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে উৎপাদন বা সরবরাহকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা থেকে সরে এসে চাহিদাকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনার তথা কনজাম্পশন বা ভোক্তা হিসেবে স্থানান্তর করার পরিকল্পনায়। এর ফলে খুব শিগগির চীন হয়ে উঠবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় কনজ্যুমার বা ভোক্তাজাতি, কেননা চীনা শ্রমিকেরা রফতানির জন্য বর্তমানে যেসব পণ্য উৎপাদন করছেন সেগুলোর মালিকানা পেতে এখন তারা অভিকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠেছেন।

চীনের সবচেয়ে বড় পিসি সরবরাহকারী বর্তমানে লেনোভার ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং আইবিএম পিসি ডিভিশনের সাবেক কর্মকর্তা Milko Van Duijl বলেন, আমি প্রতি কোয়ার্টারে বেইজিংয়ে থাকি এবং যখন কাজের উদ্দেশ্যে বের হই, তখন দেখি লোকজন বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছে এবং পার্থক্যটা বুঝতে পারছি। তাদের কেনার ক্ষমতা বাড়ছে। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের পোশাক পশ্চিমা ধাঁচের হয়ে গেছে, যেখানে ব্যবহার হয় পশ্চিমাদের মতো একই টেকনোলজি। চাইনিজ কনজ্যুমারেরা পাশ্চাত্যের ব্র্যান্ডের পণ্য কেনার মাধ্যমে তাদের বিত্ত-বৈভব প্রদর্শন করছে। যার ফলে চীন খুব তাড়াতাড়ি বিকশিত হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম বিলাসবহুল পণ্যের বাজারে।

Van Duijl জানান, চীনা জনগণ গড়ে ওঠে অর্থ সাশ্রয় নীতি পোষণ করে। তিনি আরো বলেন, চীনারা যত বেশি অর্থ উপার্জন করবে, ভোগও তত বাড়বে। এটাই অবশ্যম্ভাবী।

ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ব্র্যান্ড

কনজ্যুমার ইলেক্ট্রনিক্স পণ্যের ব্যবসায়ে চীনের রয়েছে কমপক্ষে দুটি সমস্যা। প্রথমত : চীনের বেশিরভাগ উৎপাদন হয় তাইওয়ানি বা জাপানি স্বত্বাধিকারী ফ্যাক্টরি থেকে, যা চীনের সস্তা ও তুলনামূলকভাবে কমপ্লাইন্স ওয়ার্কফোর্সে আকৃষ্ট হয়। দ্বিতীয়ত : খুব কম চীনা ব্র্যান্ডের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়, যা আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। চীনারা ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে খুবই শক্তিশালী, তবে তা খুব কম মার্জিনের ব্যবসায়। এতে মুনাফা খুব ভালো হয় না, যেমনটি নিজস্ব ব্র্যান্ডের পণ্যের ডিজাইন তৈরি ও বিক্রিকরে যে বাড়তি পারিতোষিক পাওয়া যায়। ইতোমধ্যে চীন হয়ে উঠেছে বিশ্বের বৃহত্তম পিসি, ফোন, গাড়ির বাজার এবং সবচেয়ে বেশি ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর দেশ।

'Slicing an Apple'-এর মতে, আইফোন কম্পোনেন্টের মূল্য ১৭৮ ডলার এবং এর গড় বিক্রি মূল্য ৫৬০ ডলার। অ্যাপল বিভিন্ন খাত থেকে নেয় ৩৬৮ ডলার, আর সেখানে শেনজেন ফ্যাক্টরিতে একটি আইফোন তৈরি করতে চীনা ফক্সকন আয় করে মাত্র ৭ ডলার। খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার হলো ফক্সকন যেখানে অর্থ আয় করতে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কঠোর চেষ্টা করে যাচ্ছে, সেখানে অ্যাপল ক্যাশ ৮০ বিলিয়ন ডলারের শুল্ক গড়ে তোলে।

চীন অন্যান্য কোম্পানির জন্য পণ্য তৈরি না করে যদি নিজেরাই বিশ্বমানের বা অন্য যেকোনো পণ্যের চেয়ে সেরা পণ্য তৈরি করত, তাহলে চীন আর্থিকভাবে নাটকীয়ভাবে বেশি লাভবান হতো। তবে এ ধরনের ট্রানজিশন খুব সহজ না হলেও ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত হয়েছে এমন দৃষ্টান্তও আছে অনেক। যেমন এক সময় জাপানি পণ্যকে উপহাস করা হতো এবং বিবেচনা করা হতো নিম্নমানের পণ্য হিসেবে। সেই জাপান ১৯৭০ ও ১৯৮০ সালের মধ্যে ডেভেলপ করে বিশ্বে সুখ্যাতি, সুনাম। আর এটি সম্ভব হয় জাপানিদের উদ্ভাবনীমূলক সৃষ্টি, বিশ্বস্ততা এবং উঁচুমানের পণ্য উৎপাদনের কারণে। জাপানিরা প্রতিষ্ঠা করেন বিশ্বের দেদীপ্যমান বা শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ড নেম যেমন- সনি, হোন্ডা, টয়োটা, ইয়ামাহা, প্যানাসনিক, নাইকন, ক্যানন ইত্যাদি। এই শিক্ষা থেকে অনুপ্রাণিত হয় তাইওয়ানি কোম্পানিগুলো সৃষ্টি করে এইচটিসি এবং আসুসের মতো অনেক কোম্পানি। তাইওয়ানিরাও প্রচণ্ড পরিশ্রম করে যাচ্ছে নিজস্ব ব্র্যান্ড সৃষ্টি করার লক্ষ্যে। তবে এক্ষেত্রে চীনা কোম্পানিগুলো যথেষ্ট পিছিয়ে।

চীনের নেতা চেয়ারম্যান মাও সে তুংয়ের প্রোলেটারিয়েল কালচারাল রেভ্যুলেশনের সময় চীন বাণিজ্যিক বিশ্ব থেকে ব্যাপকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, যা ছিল উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় ধরনের বাধার অন্যতম এক অংশ। চীনের বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল পুঁজিবাদকে ধ্বংস করা। যখন চীন উন্মুক্ত বাজার নীতি অবলম্বন করতে শুরু করে, তখন থেকে পশ্চিমা বিশ্বের অনেক কোম্পানি পরোক্ষভাবে চীনের সাথে বাণিজ্য করতে অগ্রাধিকার দেয় সিঙ্গাপুর, হংকং এবং তাইওয়ানের মাধ্যমে নৈতিক জাতিগত ব্যবসায়ের ভিত্তিতে।

এ সময় মাসে লাখ লাখ ল্যাপটপ তৈরির জন্য চীনে ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠা না করে বরং অর্ডার দেয়া হয় চুক্তিবদ্ধ তাইওয়ানি কোম্পানিকে যেমন- ফক্সকন, কমপাল, কোয়ান্টা, ওয়াইস্ট্রন বা পেগট্রন। এর ফলে তাইওয়ানি কোম্পানিগুলো ডেভেলপ করে তাদের ডিজাইন স্কিল, কিন্তু এক্ষেত্রে চীনারা দেয় শুধু ভূমি ও শ্রমিক বা শ্রমশক্তি।

ভূমি এবং শ্রমিক

চীনের দুর্ভাগ্য, সাংহাই ও বেজিংয়ের কাছাকাছি প্রধান উপকূলবর্তী এলাকায় এখন আর একচেটিয়া ব্যবসায়ের সুযোগ নেই, কেননা খরচ অনেক বেড়ে গেছে। চায়না ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে অনলাইনে প্রকাশিত আইএমএফ টেবল থেকে জানা যায়, চীনের শ্রমিকদের বার্ষিক বেতন ও বাধ্যতামূলক কল্যাণভাতা অনুযায়ী 'ইমার্জিং এশিয়া'র তৃতীয় সর্বোচ্চ শ্রমমূল্য এখন চীনের।

আন্তর্জাতিক ডলারে (ক্রয়ক্ষমতার সমমর্যাদার ভিত্তিতে কল্পিত geary khamis ডলার) মালয়েশিয়ার বার্ষিক শ্রমমূল্য সবচেয়ে ব্যয়বহুল ৫,৮২৪ ডলার, চীনের ২,২৫০ ডলার, থাইল্যান্ডের ২,৪৫১ ডলার এবং ফিলিপাইনের ২২৪৬ ডলার। যেহেতু এসব দেশের শ্রমমূল্য বেড়ে গেছে সেহেতু পাশ্চাত্যের অনেক দেশ তাদের কাজ করার লক্ষ্যে অন্যান্য দেশ খোঁজ করছে নতুন কোনো আকর্ষণীয় শ্রমমূল্যের জন্য।

যদি কোনো প্রতিষ্ঠানে এক মিলিয়ন কর্মী নিয়োজিত থাকেন যেমন ফক্সকনে, তাহলে প্রতিষ্ঠানটি দিন দিন অধিকতর ব্যয়বহুল হয়ে পড়বে শ্রমমূল্য বেড়ে যাওয়ার কারণে। সুতরাং এ ধরনের বৃহৎ কোম্পানিকে অন্য কোনো দেশে মুভ করা উচিত, যেখানে শ্রমমূল্য কম যেমন- ভিয়েতনামের শ্রমমূল্য ১,১৫২ ডলার, ইন্দোনেশিয়ার শ্রমমূল্য ১,৫৮৯ ডলার বা ভারতে শ্রমমূল্য মাত্র ৯৪২ ডলার। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফক্সকন এবং অন্যান্য বহুজাতিক কোম্পানিগুলো মনে হয় চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টি তথা সিসিপির গ্রেট ওয়েস্টার্ন ডেভেলপমেন্ট স্ট্র্যাটেজি অনুসরণ করছে, যা অভ্যন্তরীণ বাজারের দিকে মনোনিবেশ করছে এবং সেটআপ করছে ফ্যাক্টরি যেখানে জীবনযাত্রার খরচ কম।

ফক্সকন তার শেনজেনের বৃহত্তম ফ্যাক্টরির আকার ছোট করছে, যেখানে অ্যাপলের প্রধান পণ্যগুলো তৈরি হতো। এখানে ৫ লাখ শ্রমিক থেকে কমিয়ে ২ লাখে নামিয়ে নিয়ে আনে। পক্ষান্তরে জেনজু অন্যান্য অভ্যন্তরীণ সিটিতে আরো কারখানা গড়ে তোলে।

বহুজাতিক কোম্পানি যেকোনো জায়গা থেকে অপারেট করতে পারে। ফক্সকন ইতোমধ্যে ভিয়েতনাম, ভারত, স্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড, চেক রিপাবলিক, মেক্সিকো এবং ব্রাজিলে তাদের ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠা করেছে।

বিখ্যাত বিশ্লেষক এবং গার্টনার ফেলো জেমি পপকিন এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ঘুরে বেড়ান। তিনি বলেন, বেশি জটিলতার কারণে বা শ্রমমূল্য বেশির কারণে ▸

অনেক ফ্যাক্টরি সরে যায় অন্য কোনো জায়গায়, যেখানে শ্রমমূল্য কম। তাই ইতোমধ্যে অনেক ফ্যাক্টরি স্থানান্তরিত হয়ে যায় ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া এবং লাওসে।

তারপরও জেমি পপকিন মনে করেন, চীন সরকার প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করছে গ্রিন এনার্জি, টেলিকম, ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক এবং ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে। সড়ক, রেলওয়ে, বিমানবন্দর, ব্রিজ ইত্যাদি সবকিছু উন্নয়নের জন্য চীন সরকার মোটা অঙ্কের অর্থ বিনিয়োগ করছে যাতে আইটিসহ বিপুলসংখ্যক ইন্ডাস্ট্রি এখানে লেগে থাকে। তিনি আরো বলেন, এর অর্থ হলো সত্যিকার অর্থে ইন্ডাস্ট্রির পর ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করা।

ফিডিং দ্য ড্রাগন

এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় চীনের শ্রমমূল্য তৃতীয় বৃহত্তম হওয়ার পরও পাশ্চাত্যের ব্যবসায়ীরা চীনের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন, কেননা এর রয়েছে বিশাল অভ্যন্তরীণ বাজার এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। চীনের হাজার হাজার ছোট কোম্পানির চেয়ে বিশালাকার মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর জন্য এই বিশাল বাজার ধরা সহজ হবে।

তাইওয়ানের ডিজিটাইমস নিউজ সার্ভিসের ম্যানেজিং এডিটর মাইকেল ম্যাকমানাস বলেন, চীনের বেশিরভাগ পণ্যের উৎপাদন হয় স্থানীয় চাইনিজ ফার্মের মাধ্যমে স্থানীয় কনজ্যাম্পশন তথা ভোক্তাদের জন্য। এক্ষেত্রে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি সুপরিচিত হলো হোয়াইট বক্স তথা ব্র্যান্ডবিহীন নোটবুক এবং হ্যান্ডসেটের মার্কেট। এসব পণ্যের মধ্যে অনেকগুলোই আন্তর্জাতিক বাজারে বাতিল ব্র্যান্ড। তবে কিছু কিছু স্থানীয় মোবাইল ফোন কোম্পানি ব্র্যান্ড ডেভেলপ করতে সক্ষম হয়েছে এবং এসব ব্র্যান্ড সংশ্লিষ্ট পণ্যের বাজারে রফতানি করতে শুরু করেছে যেমন– ভারত, ব্রাজিল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় বাজারে।

পপকিন আরো বলেন, চীনারা বুঝতে শুরু করেছেন, ব্যবসায়ের জন্য সরকার বিশ্বমানের ব্যবসায়, শুধু কম দামের সরবরাহকারীদের জন্য নয়। তিনি মনে করেন, তিন থেকে পাঁচটি টেকনোলজি কোম্পানি আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ডেভেলপ করবে গ্লোবাল ব্র্যান্ড, ঠিক যেভাবে লেনোভো, হুয়াই এবং জেডটিই করেছে।

লিজেন্ড তৈরি করে গ্রেট ওয়াল রেঞ্জের পিসি। এই শ্রেণীর পিসির সমস্যা সমাধানের জন্য আইবিএমের পিসি ডিভিশনের সহায়তা নেয়া হয়। পরে এই পিসির নাম দেয়া হয় লেনোভো। মূলত এর মাধ্যমে চীনা কোম্পানির ডিজাইনের জন্ম হয় এবং মার্কেটিং দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এর ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং জাপানে। এর সাথে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্র্যান্ড যেমন ThinkPad বিস্তারের সুযোগ পায়। এখনো লেনোভো গ্লোবাল মার্কেটে পিসিকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। তবে লেনোভার ভাইস প্রেসিডেন্ট Van Duijl জানান, লেনোভা চীনে আরো অনেক ব্যাপক বিস্তৃত রেঞ্জের পণ্য সরবরাহ করছে। এই রেঞ্জের মধ্যে আছে অ্যান্ড্রয়িড ট্যাবলেট, যার ফিচার বা বৈশিষ্ট্য হলো ফোন এবং স্মার্টফোন। Van Duijl আরো বলেন, আমরা চালু করব স্মার্টটিভি।

Van Duijl আরো বলেন, আমাদের ব্র্যান্ড এতই শক্তিশালী যে আমরা চীনে বাজারকে একাধিক নানা রূপ দিতে পারি খুব সহজে ও খুব দ্রুতগতিতে বিশ্বের যেকোনো জায়গা থেকে। তিনি আরো বলেন, আমাদের ভৌশলের বড় অংশজুড়ে আছে স্মার্টফোন, কেননা পিসির বাজার বাড়তে থাকবে ততক্ষণে স্মার্টফোন সবকিছুকে ছাড়িয়ে যাবে।

চীনের ১২তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১১-১৫) স্পষ্ট হয়ে ওঠে দেশটি ২০১০ সালে জাপানকে ছাড়িয়ে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশে উন্নীত হয়েছে। দেশটি এখন জাতীয় শক্তি বাড়ানোর চেয়ে জনগণের সুখ-সমৃদ্ধির দিকে বেশি মনোনিবেশ করেছে। দেশটি এখন অনেক বেশি জোর দিচ্ছে অভ্যন্তরীণ বাজার ও চাহিদার প্রতি। এতে সম্পৃক্ত রয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অবকাঠামো উন্নয়ন। চীনের ১২তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সেট করা হয়েছে ৭টি নতুন স্ট্র্যাটেজিক ইন্ডাস্ট্রি, যার জন্য বিনিয়োগ প্রজেক্ট পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য উপনীত হয় CNY ট্রিলিয়নে। তবে বিস্ময়কর ঘটনা চীনের অর্থনীতির উন্নয়নের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো বিপুল পরিমাণের হাইটেক পণ্য রফতানি শুরু করা। চীন বর্তমানে বিশ্বের বড় আইসিটি পণ্য রফতানিকারক দেশ, যা ২০০৩ সালে জাপান ও ইউরোপীয় ইউনিয়নকে এবং ২০০৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রকে অতিক্রম করে গেছে। চায়না আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি চীনের অর্থনীতিতে সবচেয়ে বড় ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর। 'China's Rise in the World ICT Industry' বইয়ে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে চীন কিভাবে আইসিটিতে শীর্ষ অবস্থানে পৌঁছে গেছে।

> *চীন সরকার প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করছে গ্রিন এনার্জি, টেলিকম, ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক এবং ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে। সড়ক, রেলওয়ে, বিমানবন্দর, ব্রিজ ইত্যাদি সবকিছু উন্নয়নের জন্য চীন সরকার মোটা অঙ্কের অর্থ বিনিয়োগ করছে যাতে আইটিসহ বিপুলসংখ্যক ইন্ডাস্ট্রি এখানে লেগে থাকে।*

বিশ্ব অর্থনীতির অনিশ্চয়তা ও অন্যান্য প্রতিকূলতার মধ্যেও চীন এবং আমেরিকার মধ্যে বাজার নিয়ন্ত্রণের লড়াই চলছে। তাইওয়ানভিত্তিক গবেষণা সংস্থা ইপোলজি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (TRI) ধারণা করছে, চীনের আইসিটিভিত্তিক পণ্যের উৎপাদন ২০১২ সালে ১৪.৯ শতাংশ সম্প্রসারিত হবে। টিআরআই-এর সাংহাই ব্রাঞ্চের অ্যানালিস্ট Y.C. Hsieh উল্লেখ করেন, এক বছর পর চীনের অর্থনীতির দ্রুত উন্নয়ন হবে রফতানি পণ্য বেড়ে যাওয়ায়। এ সময় চীনের অভ্যন্তরীণ বাজারে প্রচুর ভোক্তা বেড়ে গেছে। লক্ষণীয়, এই বাজার ছিল এক সময় আমেরিকা ও ইউরোপের দখলে।

Hsieh আরো বলেন, আইসিটি ইন্ডাস্ট্রির উন্নয়নের গতি শক্তি পাবে অভ্যন্তরীণ বাজারে এবং ২০১২ সালে RMB ১০ ট্রিলিয়ন হবে।

Hsieh ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন, চীনে এলসিডি টিভি, সেলুলার ফোন এবং নোটবুক পিসির বিক্রি ক্রমান্বয়ে ১২, ৮.১ এবং ১৭.৮ শতাংশ বাড়বে ২০১২ সালে। Niche পণ্য যেমন– স্মার্টটিভি, স্মার্টফোন, থ্রিজি ফোন এবং ট্যাবলেট পিসি কাজ করবে চীনের অভ্যন্তরীণ কনজ্যুমার ইলেকট্রনিক্স মার্কেটে নতুন ক্রমোন্নতি ইঞ্জিন হিসেবে।

Hsieh জানান, এলসিডি সেক্টরে স্যামসাং, এলজি, হাইসেন্স, চ্যাংহং এবং টিএলসিসহ বেশ কিছু ব্র্যান্ডের স্মার্টফোন নিয়ে আসে চীনের মার্কেটে। তিনি মনে করেন, ২০১২ সালে ৮.৫ মিলিয়নের বেশি স্মার্টটিভি বিক্রি হবে, যার ক্রমোন্নতির হার হলো ১১৭ শতাংশ, যা ধারণার চেয়ে ৩.৯ মিলিয়ন ইউনিট বেশি আর এলসিডি টিভি বিক্রি হবে ২৮৯.৪ মিলিয়ন ইউনিট, যা শতকরা হিসেবে ৬৯.২ শতাংশ।

চীনের হ্যান্ডসেট সরবরাহকারীদের লক্ষ্য বিদেশি ব্র্যান্ড যেমন– অ্যাপল, স্যামসাং এবং এইচটিসির প্রতি। স্মার্টফোনের মধ্যম সারি থেকে হাই এন্ড সেগমেন্টের অ্যাপল, স্যামসাং, এইচটিসি ইত্যাদি। স্থানীয় কোম্পানি জেডটিই, হুয়াওয়ে, লেনোভা প্রভৃতি পণ্যের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। Hsieh মনে করেন, ২০১২ সালে চীনের স্মার্টফোনের বিক্রি হবে ১৪৮ মিলিয়ন ইউনিট, যা ২০১১ সালে ছিল ১০৬ মিলিয়ন ইউনিট অর্থাৎ ক্রমোন্নতির হার ৩৯.৬ শতাংশ ইউনিট, যার ক্রমোবৃদ্ধির হার হলো ৫০ শতাংশ।

চীনের অর্থনীতি মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হতে পারে ইউরোর পতন ঘটার মাধ্যমে, আমেরিকার অর্থনৈতিক মন্দার কারণে বা বিশ্ব অর্থ সংক্রান্ত সিস্টেমের যেকোনো আঘাতের কারণে। যদি পশ্চিমা বিশ্ব সীমাহীনভাবে নতুন গ্যাজেট সরবরাহ করতে না পারে, তাহলে চীনের রফতানি ব্যাপকভাবে বেড়ে যাবে। বর্তমানে বিশ্ব অর্থনীতিতে চীন বিশেষ অবস্থানে রয়েছে এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ ইঞ্জিন।

শেষ কথা

সুপারপাওয়ার বা পরাশক্তি হলো সেই দেশ, যার আছে কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা এবং বিশ্বের যেকোনো দেশে এবং যেকোনো সময়ে এক সাথে এক বা একাধিক অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারের সক্ষমতা– এই মতবাদ ব্যক্ত করেন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হোভার ইনস্টিটিউশনের ফেলো রিসার্চ এবং ইউএস ন্যাভাল পোস্টগ্র্যাজুয়েট স্কুলের ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাফেয়ার্সের সহযোগী অধ্যাপক এলাইস লেম্যান মিলার। মিলার আরো বলেন, সুপারপাওয়ারের মার্ক হিসেবে রয়েছে চারটি কম্পোনেন্ট যেমন– সেনাবাহিনী, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সংস্কৃতি।

কিন্তু আমাদের আলোচনার বিষয় হলো প্রযুক্তি ভিত্তিতে কে হবে সুপারপাওয়ার তা তুলে ধরা, যেখানে সামরিক শক্তিমত্তাকে এড়িয়ে অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণের আলোকে দেখানো হয়েছে।

ফিডব্যাক : mahmood@comjagat.com